দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...0.8 OCT 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ...২...

অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ নিয়ে একটু ভাবুন

ডঃ কামরুল আহসান

এ রকম একটা অভিযোগ আজকাল সর্বত্র শোনা যায়। গেল গেল সব রসাতলে গেল। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বেজে গেছে। একজন বলেন, তার দেখাদেখি অন্যরাও বলেন। যারা নকল করে ইতোমধ্যে দু'একটা পাস পেয়েছে, সেই সব 'তুখোড়' ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক, আমলা, সাংবাদিক, সমাজহিতৈষী, রাজনীতির কর্মী, হাফনেতা, নেতা-নেত্রী— সবারই মুখে ঐ এক রা। এমনকি যাঁরা শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত, সেই 'মানুষ গড়ার কারিগর'রাও একই সুরে মাঝে মধ্যে কোরাস গেয়ে থাকেন। একই চিন্তায় সবাই চিন্তিত, শিক্ষার মান বলতে কিস্সু নেই। সব গেছে। নিচে নেমে গেছে স্ট্যান্ডার্ড।

সাধারণ অর্থে কথাটা বেঠিক নয়। স্ট্যান্ডার্ড হয়ত কিছুটা কমেছে, কিন্তু এখনও এমন অনেক ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে যারা যথার্থই মানসম্মত, মেধাবী এবং যুক্তিবুদ্ধির প্রাখর্যে উজ্জ্বল।

ফরাসী লেখক আন্দেজিঁদ-এর একটি উক্তি প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল। সাহিত্য রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন, কার মান বিচার করব? লেখকের, না লেখার? না, যারা লেখা পড়েন সেই পাঠকদের? আসলেও একথাটার ভিতরে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক আছে। শিক্ষা প্রসঙ্গেও ঐ কথাটা খাটে। কার মান বিচার্য? শিক্ষার? শিক্ষার মান কি এ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু? যদি না হয় তাহলে কার? যারা শিক্ষার্থী, তাদের? না যারা শেখাবার কাজ করেন সেই শিক্ষকদের?

প্রকৃত প্রস্তাবে, শিক্ষকদের এ প্রসঙ্গটা মোটেও ফ্যালনা নয়। বরং অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারী কলেজে নিয়োগের শর্ত আছে শিক্ষকদের। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ মাস্টার্সে পেতে হয় দ্বিতীয় শ্রেণী। যাঁদের অনার্স নেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, এখন তাঁরাও বহাল আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর মাস্টার্সও আছেন কেউ কেউ। এঁদের জন্যে মাঝে-মধ্যে উর্ধ-কর্তৃপক্ষের নোটিস আসে ডিগ্রীর মান উন্নত করার। ঐ পর্যন্তই। আরও এক দল আছেন, যাঁদের উচ্চতর কিছু ডিগ্রী আছে। আসলে এ এক জগাখিচুড়ি। এভাবেই বহাল তবিয়তে চলে আসছে সরকারী কলেজ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উচ্চতর ডিগ্রীঅলা কিংবা ডিগ্রীর মান ভাল কলেজের একজন শিক্ষকই কি যথার্থ ভাল শিক্ষক? হয়ত সব ক্ষেত্রে নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য। একথা মানতে কোন দ্বিধা নেই যে, তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত একজন শিক্ষকও কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তবা ভাল পড়াতে পারেন। এটা ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রমকে মান্য করে নিয়ম হয় না। বরং, একটা স্থির স্ট্যান্ডার্ড মান্য করতে গেলে ন্যূনতম কোয়ালিফিকেশনকে অবশ্যই গ্রাহ্য করতে হবে। এছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তারপরও নানা রকমের মিশেল দিয়ে চলে যাচ্ছে কাজ। এ রকম, পাঁচমিশালী শিক্ষকরাই পড়ান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে এমন কলেজগুলোতে। আর এগুলো দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান্তরাল বিদ্যাপীঠ, একথা বলতেই হয়। সেখানকার আসল অবস্থাটা কি? করুণ, বড়োই করুণ। চলছে হালভাঙ্গা পালছেঁড়া নৌকার মতো। অথৈ সমুদ্রে ভাসছে। যিনি বা যাঁরা হাল ধরে থাকেন, তাঁরাও কতখানি দক্ষ নাবিক, ভেবে দেখতে হয়। অনার্স নিজে হয়ত পড়েছেন, হয়তবা পড়েননি— তাঁর পড়বার বয়সে, সেই কবে। তারপর মাস্টার্সে যেটুকু পড়েছিলেন সেসব প্রায় ভুলতেই বসেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদোন্নতির ধাক্কাতে হঠাৎ এসে বসে পড়েছেন চেয়ারে, কেউ কেউ বিভাগের চেয়ারম্যান হয়ে। অন্যরা নানা প্রকারের। তবে উচ্চতর ডিগ্রী আছে এমন শিক্ষক কালে-ভদ্রে থাকেন। কর্তৃপক্ষ এসব জানেন না এমন নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক থেকে তা জানা যায়।

বলা হয়েছে তাতে, অনার্স নেই যেসব শিক্ষকের, তাঁদেরকে অনার্স কলেজে যতোটা সম্ভব না দিতে। যাঁদের তৃতীয় শ্রেণীর ঐ রকম ডিগ্রী, তাদের জন্যেও আছে অনুরূপ বারণাস্ত্র। এ নিয়ম-বিধি লালফিতায় বন্দী। ফলাফল এই, অনার্স কোর্সের ধারা সম্পর্কে যাঁরা সম্যক অবহিত নন, তাঁরাও সেখানে আছেন। আরও আছেন যাঁরা কখনও অনার্স পড়াননি কিংবা ঐ ধারার সঙ্গে কখনও যোগাযোগ রাখেননি, কিছু কিছু বইপত্র ইদানীং পড়ছেন— তাঁরাও।

স্বস্তি নেই এরপরও। চার-পাঁচ বছর কিংবা আরও বেশিকাল ধরে হয়ত নিজেকে অনেকখানি প্রস্তুত করেছেন, এমন শিক্ষকদের সেখান থেকে অকস্মাৎ বদলি হয়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে। কোন সময় হয়ত ঐ শিক্ষকের নিজের ইচ্ছায়। কোন সময় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায়। এভাবে সৃষ্টি হয় শূন্যতা। যেহেতু অনার্স-মাস্টার্স কলেজগুলোর ভিতর কোন সমন্বয় আনা হয়নি—না প্রশাসনিক কাজে, না এ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে, ফলে ঐ শূন্যতা পূরণের 'স্কোপ' বা সুযোগও থাকে না।

এভাবেই চলছে। কারণ, এ জগতে কোন কিছুই থেমে থাকে না। অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের পঠন-পাঠনও নয়। তবে এর বিরূপ ফলটা পড়ে অন্যত্র। ঐ যে বলছিলাম, শিক্ষার্থীদের মানের কথা, সেখানে পড়ে এর বিরূপ প্রভাব। গবেষণামনস্ক, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয় অনার্স ও মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীরা। স্ট্যান্ডার্ড নিচে নেমে যায় এ কারণে। সরকারী কলেজ থেকে উত্তীর্ণ অনার্স ও মাস্টার্স ছাত্রছাত্রীদের মান হয়ে পড়ে প্রশ্নসাপেক্ষ।

দেশে-বিদেশে সর্বত্র তাই স্বীকৃত, অনার্স, মাস্টার্স পড়াতে উচ্চতর যোগ্যতার অবশ্যই প্রয়োজন। এ যোগ্যতা ভাল মানের ডিগ্রীতে হতে পারে, গবেষণাকর্মের দক্ষতায় হতে পারে। উচ্চতর ডিগ্রীও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় আসতে পারে। মোট কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের শিক্ষক এ ক্ষেত্রে সরকারী কলেজগুলোতেও দরকার। মন্ত্রণালয়ের এক স্মারকপত্রেও তার স্বীকৃতি আছে, উচ্চতর ডিগ্রীঅলা শিক্ষকদের অনার্স-মাস্টার্স কলেজে দেয়ার অভিপ্রায় সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যস, ঐখানেই শেষ। এ হচ্ছে 'গপ্‌পে আছে গোয়ালে নেই' দশা।

প্রশ্ন, এর কি কোন প্রতিকার নেই? অবশ্যই আছে। সরকারী কলেজগুলোতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, গবেষক, অনার্স-মাস্টার্সে পাঠদানে ইতোমধ্যে অভিজ্ঞ, উচ্চতর ডিগ্রী রয়েছে এমন বেশ কিছু শিক্ষক রয়েছেন। প্রেষণেও আছেন কেউ কেউ। সুচিন্তিত পরিকল্পিত বিন্যাসে শুধু অনার্স ও মাস্টার্স কলেজগুলোর জন্যে পৃথক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে এদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে, এক্ষুণি সব অব্যবস্থা দূরীভূত হবে এমন নয়। তবে ঐ লক্ষ্যে যাত্রা হতে পারে শুরু। এভাবেই মানুষ গড়ার কারিগরদের যথার্থ মানুষ গড়ার কজে নিয়োজিত করা সম্ভব। গোল্লায় যাওয়া থেকে কিছুটা রক্ষা করা যেতে পারে শিক্ষাকে। আমরা কি এভাবে ভাবতে পারি না।?